দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB 10 2002 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও কিছু অমীমাংসিত বিষয়

সেই যে ছোটবেলায় পাঠ্যপুস্তকে অনেকেই পড়েছেন– "মাথায় কত প্রশ্ন আসে দিচ্ছে না কেউ জবাব তার!" সেই প্রশ্নটিরও পুনরাবৃত্তি করতে হয় আজ সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে তাকালে। প্রশ্নের পাহাড় জমলেও উত্তর দেবে কে? কোথায় জবাবদিহিতা? ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিবিজড়িত অমর একুশে ফেব্রুয়ারির ৫০ বছর পূর্তির প্রাক্কালে মাতৃভাষার সর্বজনীন এবং সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের চিত্রটা কি আশাব্যঞ্জক? এই যে এত বড় গৌরবময় অর্জন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, তার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি তথা বিশ্ববাসীর কাছে দিনটির তাৎপর্য আমরা দু'বছর পরও কি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তুলে ধরতে পেরেছি? এই যে দীর্ঘকাল পরে একটা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, সেই সরকার কি সত্যিকার অর্থেই দেশবাসীর কাছে প্রদত্ত নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে আদৌ আন্তরিকতার পরিচয় দিল? এই যে এত ডামাডোলের নির্বাচন, সেই নির্বাচনের ফসল জাতীয় সংসদে কি এবারও বিরোধী দলকে পাওয়া গেল তাদের নিজস্ব আসনে? সন্ত্রাস দমন তথা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের যে অঙ্গীকার ছিল নির্বাচনের আগে, তার কি সামান্যও বাস্তবায়ন ঘটল ১০০ দিনেও? দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রায় কি নতুন সরকার কোন ইতিবাচক মাত্রা যোগ করতে সামান্যতম সমর্থ হয়েছে? প্রশাসনে কি কোথাও আজ দলনিরপেক্ষ কেউ আছেন?

এ রকম অসংখ্য প্রশ্ন জাগছে আজ সচেতন মানুষের মনে। দুর্ভাগ্য এই যে, প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর নেতিবাচক। কেউ এর মধ্যে হয়ত রাজনীতির গন্ধ ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছেন। কেননা সৎ, সঠিক ও নিরপেক্ষ সমালোচনাও আজ আর রাজনীতিকবলিত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। হলে খুবই উপকৃত হতো এই সমাজ। উপকৃত হতো সমাজের মানুষ।

প্রথমে ভাষাচিত্রই দেখা যাক

একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়েই শুরু করি। ক'দিন আগে ঢাকার সিকদার মেডিক্যাল কলেজে হার্টের এনজিওগ্রাম করতে ভর্তি হতে হয়েছিল। এখানকার অধিকাংশ নার্স কেরালার। এঁরা সবাই মাতৃভাষা মালায়ালাম এবং ইংরেজী ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু রোগীদের অনেকের সঙ্গেই বাংলায় কথা বলতে চান। ভাল বাংলা যে বলতে পারেন, তাও নয়। যাঁরা বেশ কয়েক বছর আগে এসেছেন, তাঁরা মোটামুটি ভালই বাংলা বোঝেন এবং বলতে পারেন। কিন্তু যাঁরা ৬ মাস বা তারও কম সময় হলো এসেছেন, তাঁরা বড় অদ্ভুত উচ্চারণে বাংলা

নাসির আহমেদ

বলেন। বাংলা বলতে চান এ জন্য–যেহেতু অধিকাংশ রোগী বাঙালী। তাঁদের এখানে চাকরি করতে হলে বাংলা জানতেই হবে। এটাই তো বাস্তবতা। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে, অধিকাংশ বাঙালী রোগী এবং তরুণ ডাক্তার সগৌরবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে জোড়াতালি দিয়েই তাঁদের সঙ্গে কথা বলে খুব তৃপ্তি পান। এমনকি ভারতীয় ডাক্তারদের সঙ্গেও। অথচ আপনি সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, চীন, জাপান, কোরিয়াসহ পৃথিবীর বহু দেশেই গেলে দেখবেন [illegible]

লেখে। বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা নির্ভুল ইংরেজী লিখলেও নির্ভুল বাংলা লিখতে পারেন না। আঞ্চলিকতামুক্ত প্রমিত বা একটা স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণও অনেকেই করতে পারেন না। আমাদের কোন কোন বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রী বা কোন কোন সাবেক রাষ্ট্রপতির বাংলা ভাষণ বা বাক্যালাপ শুনলে বোঝা যায় মাতৃভাষা বাংলা কোন দুর্গত অবস্থায় আছে! এমনকি আমাদের দেশের সংবাদপত্র থেকে শুরু করে সাইনবোর্ড পর্যন্ত প্রতিদিন অসংখ্য ভুল বানান এবং বাক্য শেখাচ্ছে সাধারণকে। ফলে ভাষা শহীদদের স্মৃতিবিজড়িত অমর ফেব্রুয়ারি এলে আমাদের সরকারপ্রধান এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতিগণ অতি মূল্যবান বাণী দেন, দেশজুড়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে বটে, কিন্তু দুঃখিনী বাংলা, মাতৃভাষা বাংলা যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই থেকে যায়।

উদাসীনতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

১৯৯৯ সালে অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং দু'জন প্রবাসী বাঙালীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ গৌরবময় অর্জন সম্ভব হলো বটে, কিন্তু তারপর দু'টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বিশ্ববাসীর একটি আবেদন আজও পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে ইউনেস্কো মহাসচিব বিশ্বের ১৮৮টি দেশকে পত্র দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের আহ্বান জানালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই দিনটির ইতিহাস, একুশের প্রেক্ষাপট এবং তাৎপর্য জানার আগ্রহ প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারকে চিঠি লেখে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার শেষ এক বছরেও পারেনি। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারও কোন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ যে এখনও করেনি, সে তথ্য ইতোমধ্যেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি, তা এই একটিমাত্র ঘটনা থেকেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

মীমাংসাহীন রাজনৈতিক জিঘাংসা

অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী আক্ষেপ করে বলেছেন, 'সংসদে বিরোধী দলের আসন শূন্য থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কেননা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।' নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রপতির এ উক্তি তাৎপর্যবহ এবং সময়োপযোগী। একই দিনে স্পীকারও আশ্বাস দিলেন যে, তিনি সংসদীয় কার্যক্রমে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন। বিরোধী দল যেন এ আশ্বাস পেয়ে সংসদে ফিরে আসে। রাষ্ট্রপতি ও স্পীকার যখন সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের গুরুত্ব এতটাই তাৎপর্যবহ মনে করেন, এখনও কেন দেশজুড়ে বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা হতে থাকে নির্যাতিত? কেন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জন্য সামান্য পুলিশী নিরাপত্তা দূরে থাক, পয়সার বিনিময়ে আনসার নিয়োগ করতেও সরকার এত কুণ্ঠিত? এ প্রশ্নের জবাব কার কাছে কে আশা করবেন?

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যেসব কারণ দেখিয়ে বিএনপি সংসদ বয়কট করেছে এবং 'পরিবেশ সৃষ্টি হলেই সংসদে যাব' বলেছে, এখন আওয়ামী লীগও [illegible]